(27)

JAN. 05 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সার্ক : মোশাররফের কারণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিয়া সকাল সাড়ে ১১টায় কাঠমান্ডু এসে পৌছান। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সাংবাদিকদের সম্মেলনস্থল বিরেন্দ্র বীর বিক্রম কনভেনশন হলে নিয়ে যাওয়া হয় একই সময়। তখনই খবর পাওয়া যায় পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান চীন থেকে রওনা হয়নি। তবু তিনি আড়াইটার আগেই এসে পড়বেন বলে সবাই আশা করছিলেন। বেলা দেড়টায় কনভেনশন হলে আমন্ত্রিত অতিথিরাও আসতে শুরু করেন। কিন্তু বেলা ২টায় জানা যায়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। বেলা সোয়া ২টায় নেপাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিফ অব প্রটোকল ভাগিরথ বসনেথ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থগিত করার কথা ঘোষণা করে জানান, অনুষ্ঠানটি আজ সকাল ১০টায় হবে। তিনি এর কারণ হিসাবে শুধু বিমান দেরিতে আসার কথা বলেন। আর কিছুই তিনি জানাননি।

এদিকে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের নেতারা এখন শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য মন্দিরের শহর কাঠমান্ডুতে রয়েছেন। পাক-ভারত বিরোধের কারণে নির্ধারিত সময়ের তিন বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ সম্মেলন। এমনকি সাম্প্রতিক পাক-ভারত উত্তেজনাও এ সম্মেলনের ওপর কালো ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলায় সার্ক সনদে উল্লিখিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যের কাছে পরাভূত হয় সব বাধা। সার্ক নেতাদের সম্মেলনে একত্রিত করতে কাঠমান্ডু এখন প্রস্তুত।

সারা বিশ্বের পর্যবেক্ষকরা বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছেন, এ সম্মেলন উপলক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের দুই শীর্ষ নেতা অন্তত অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও কথা বলবেন, যা বর্তমান পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্কের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হবে এবং ৭টি দেশের নেতারা ভাষণ দেবেন। শেষ দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে শীর্ষ নেতারা সাপটা চুক্তির আওতায় দক্ষিণ এশিয়ায় অবাধ বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলার অগ্রগতির জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করবেন।

মাওবাদী বিদ্রোহে জর্জরিত নেপালে ৬ সপ্তাহ আগে ঘোষণা করা হয় জরুরি অবস্থা। এ অবস্থার মধ্যেই কড়া নিরাপত্তা ও বিপুল ব্যয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছে নেপাল সরকার। শীর্ষ সম্মেলনের চূড়ান্ত কর্মসূচি নির্ধারণে ইতিমধ্যে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক শেষ হয়েছে। ১৯৯৮ সালে কলম্বোতে ১০ম শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার পর '৯৯ সালেই নেপালে এ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। পাক-ভারত বিরোধের কারণে বারবার পিছিয়েছে এর সময়সীমা। এমনকি গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পেছানোর পেছনেও বর্তমান পাক-ভারত উত্তেজনাই কাজ করেছে বলে অনেকের ধারণা। তারা বলছেন, এ মুহূর্তে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভারতে অবস্থানের সঙ্গে জেনারেল মোশাররফের দেরিতে কাঠমান্ডু আসার যোগসূত্র থাকতে পারে।

বিশেষ করে কিছু ভারতীয় সাংবাদিকের মতে, টনি ব্লেয়ার ভারতে থেকেই ভারত ও পাকিস্তানি সরকারপ্রধানদের কাঠমান্ডুতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসাতে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলেন। সেটা এড়ানোর জন্যই মোশাররফের এই বিলম্ব। আরেক খবরে বলা হয়, বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে জাল ভারতীয় ও মার্কিন মুদ্রা নিয়ে পাকিস্তান দূতাবাসের এক কর্মচারী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এরই জের হিসাবে পারভেজ মোশাররফ সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে বেঁকে বসেছিলেন। শেষে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করলে ওই কর্মচারী ছাড়া পায় এবং পারভেজ মোশাররফ আসতে রাজি হন।

এদিকে আয়োজক নেপাল সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের নাগরকোটে অবকাশ কর্মসূচি বাতিল করেছে। এর ফলে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ওপর ভারত-পাকিস্তানের বিরাজমান যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি বেশ ভালভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতের সরকারপ্রধান অন্য দেশের উপস্থিতিতেও পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার কোন সুযোগ রাখতে চান না। এ কারণেই ভারতীয়দের 'অনুরোধে' অবকাশ কর্মসূচিটি বাতিল করা হয়। অবকাশকালে সাধারণত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা নিজেদের মধ্যে একান্তে কথা বলার সুযোগ পান। অবশ্য পাকিস্তান গতকাল বলেছে, অনানুষ্ঠানিক অবকাশ এখনও সম্ভব। পাকিস্তানের মুখপাত্র রশীদ কোরেশী সাংবাদিকদের বলেন, 'অবকাশ কর্মসূচি পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি। অবকাশের মাধ্যমে এখনও সার্ক নেতাদের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হতে পারে।' অন্যদিকে কাঠমান্ডুতে পৌছেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, তিনি বর্তমান ভারত-পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে সরাসরি ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। সার্ক সম্মেলনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক-দু'জনের সঙ্গে কথা না হলেও অধিকাংশ নেতার সঙ্গে কথা হবে। তবে ভারতীয় কর্মকর্তারা স্পষ্টই বলছেন, সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে বাজপেয়ি কিছুতেই মোশাররফের সঙ্গে কথা বলবেন না। এ অবস্থায় মার্কিন কর্মকর্তারা সার্ক সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দুই শীর্ষ নেতার সরাসরি আলোচনার ওপর জোর দিয়েছেন। বলেছেন, এতে উপমহাদেশের উত্তেজনা প্রশমিত হবে।

দুই প্রভাবশালী সদস্য দেশের এই টানাপোড়েন অবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার সার্কের মূল চেতনার সাফল্য নিয়ে পর্যবেক্ষক মহল রীতিমতো হতাশ। এমনকি দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) এবং দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (এসএইইউ) গঠনের ব্যাপারেও তারা সন্দিহান।

ইতিমধ্যে সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে শীর্ষ সম্মেলন শেষে ঘোষণার জন্য খসড়া কাঠমান্ডু ঘোষণা প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া পতিতাবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শিশু কল্যাণ বিষয়ক দুটি খসড়া কনভেনশনও প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, অতীতের সাফল্য, ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা বিচার করে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ফোরামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সার্ককে একটি কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

কাঠমান্ডুতে কঠোর নিরাপত্তা

এদিকে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৭টি দেশের নেতাদের আসার পর কাঠমান্ডুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের দুই নেতার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তার। সাঁজোয়া যান ও সুসজ্জিত এলিট ফোর্স নগরীর সর্বত্র টহল দিচ্ছে। ত্রিভুবন বিমানবন্দর থেকে সম্মানিত অতিথিদের থাকার স্থান সোয়ালটি ক্রাউন প্লাজা হোটেল পর্যন্ত হেলিকপ্টারও টহল দিচ্ছে। ইলেকট্রিক বাস ও থ্রি হুইলারসহ সব ধরনের বেসরকারি যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এনেছে পুলিশ। কিছু সড়ককে ওয়ানওয়ে করা হয়েছে। কিছু সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান বাজপেয়ি-মোশাররফ বৈঠকের প্রস্তাব দেয়নি : যশোবন্ত

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে বলেছেন, পাকিস্তনের পক্ষ থেকে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের এক ফাঁকে দু'দেশের শীর্ষ নেতার বৈঠক অনুষ্ঠানের কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। কাঠমান্ডুর হোটেল এভারেস্টে পৃথক মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি একথা জানান। সার্ক সম্মেলনের ব্রিফিংয়ের জন্য নেপাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ হোটেলেই স্থাপন করেছে পৃথক মিডিয়া সেন্টার। তবে যশোবন্ত সিংয়ের ব্রিফিংয়ে ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের সাংবাদিকদের যেতে দেয়া হয়নি। তার মানে, ব্রিফিংটি ছিল শুধু ভারতীয় সাংবাদিকদের জন্য। বৃহস্পতিবারের আগে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নিরুপমা রাও প্রতিদিন একই ধরনের ব্রিফিং দিয়ে আসছিলেন। সার্ক সম্মেলনের নিয়মিত ব্রিফিং দিচ্ছেন নেপাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পুস্কর রাজভান্ডারি। তবে তিনি গতকাল কোন ব্রিফিং দেননি। যশোবন্ত সিংয়ের মন্তব্যে বোঝা যায়, পাকিস্তানের প্রস্তাব পেলে জেনারেল মোশাররফের সঙ্গে বাজপেয়ির বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ভারত বিবেচনা করবে। তবে বৈঠক হবে এমন নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারছেন না। যশোবন্তের আরেকটি মন্তব্য সন্দেহের পাল্লা আরও ভারি করেছে। তিনি বলেন, সার্ক হচ্ছে ৭টি দেশের ফোরাম, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার স্থান নয়। তিনি আরও বলেন, 'সার্ক দ্বিপক্ষীয় কোন বিষয় নয়। আমি এখানে পাক-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতেও আসিনি।' যশোবন্তের মন্তব্যের জবাবে জেনারেল মোশাররফ গতকাল জানান, পাকিস্তান ইতিমধ্যেই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে আবেদন করার কোন প্রয়োজন নেই। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, দু'নেতার সরাসরি বৈঠকের সম্ভাবনা এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।